সবদিক বজায় রেখে

BANGLADARSHAN.COM

আশাপূর্ণা দেবী

পড়ন্ত বিকেলে মেঘলা আকাশের ঘোলটে ছায়ায় ঘরের মধ্যে প্রায় সন্ধ্যা নেমে এসেছে। বুতান তাই জানলার ধার ঘেঁসে বসে শেলেটে ছবি আঁকছে। শেলেটে ছবি আঁকতেই ভালোবাসে বুতান, অপছন্দ হওয়া মাত্রই ডাস্টার ঘষে বিলীন করে ফেলা যায়। আবার নতুন রেখা পড়ে।

মাকে ঘরে ঢুকতেই তাকিয়ে দেখলো বুতান, আর চমকে উঠে বললো, মা! তুমি এইমাত্তর আপিস থেকে এসেই আবার বেরোচ্ছ?

তনিমা বললো, হ্যাঁরে, একটু ডাক্তারখানায় যেতে হবে।

ডাক্তারখানায়? কেন? কার অসুখ করেছে?

আরে বাবা অসুখ নয়, কদিন ধরে ভীষণ মাথা ধরছে, চোখটা একটু দেখাতে যেতে হবে।

তোমার তো চশমা রয়েছে। নতুন সুন্দর চশমা।

ওই তো ওইটাই ঠিক লাগছে না। তাই ডাক্তারবাবুকে বলতে যাচ্ছি।

বারে আমি বুঝি একা পড়ে থাকবো?

একা আবার কী? মালতীমাসি রয়েছে না?

ও তো পচা।

এই! চুপ! খবরদার এসব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলবে না। তুমি মালতীমাসির কাছে দুধটা খেয়ে নিও। লক্ষ্মী হয়ে খাবে বুঝলে? মালতীমাসি যেন তোমার নামে নিন্দে দিতে না পারে।...

BANGLADARSHAN.COM

মার গলার স্বরটা মৃদু হয়ে আসে, দেখেছো তো আমি ফিরে এলেই মালতীমাসি তোমার নামে নিন্দে দেয়। বলে, 'খুকু দুধ ফেলে দিয়েছে!...খুকু ডিম খায়নি, ভেঙ্গে গেলাসের জলে গুলে দিয়েছে!...খুকু আমার একটাও কথা শোনেনি...।

'খুকু' সতেজে বলে, ওকে ছাড়িয়ে দিতে পারো না?

এই! আবার! চুপ! ছাড়িয়ে দিলে চলবে কী করে? লোক পাওয়া যায়? নইলে দিতে তো ইচ্ছে করে। দায়ে পড়েই রাখা।

সাড়ে চার বছরের মেয়েটাকে এই জ্ঞানবৃক্ষের ফলটি আস্বাদন করিয়ে তনিমা, এখন গলা তুলে বলে, গুড্ গার্ল হয়ে থাকবে। মালতীমাসিকে একদম জ্বালাতন করবে না! দুধ খেয়ে নেবে।...আচ্ছা টা টা!

বুতনা অনিচ্ছাভরে একবার 'টা টা'র ভঙ্গিতে হাতটা নাড়ে। যেটা দেখলেই মনে হয় 'না না।' পরক্ষণেই চেঁচিয়ে ওঠে, কখন আসবে?

আরে বাবা সেকি ঠিক করে বলা যায়? বাস পাওয়া যায় না, রাস্তা জ্যাম, ডাক্তারখানায় লোকের ভিড় তিন ঘণ্টা বসিয়ে রাখে–

ও। বুঝেছি। তার মানে দেরি করবে। আচ্ছা আচ্ছা আমিও দুধ খাবো না। মালতীমাসির কথা শুনবো না।

বুতান, দিন দিন ভারী অসভ্য হয়ে যাচ্ছো তুমি? কেন, তুমি জানো না, এসব হয়? তোমায় নিয়ে বেরোই না? দেখো না? আমাদের কি গাড়ি আছে?

ঈস। বাপীটা যা না একখানা। একটা গাড়ি কেনে না!

তনিমা চলে যেতে গিয়েও ফিরে এসে উৎসাহচাপা, চাপাগলায় বলে, বলিস না তোর বাপীকে। খুব করে বলবি।

বললেই যেন শুনবে বাপী। বাপী যা না একখানা! আমাদের ক্লাশের সব মেয়ের বাপীর গাড়ি আছে।

মা থমকে বলে, তারা স্কুলবাসে আসে না? গাড়িতে আসে?

আহা! তা কেন? ওদের বাপীদের বুঝি অফিস যেতে হয় না? তো অন্যসময় তো ওদের মা, গাড়িটা নিয়ে যতো ইচ্ছে বেড়ায়। ওরাও বেড়ায়।

একটি দীর্ঘশ্বাস বাতাসে ছড়ায়। তোর মার ভাগ্যে আর তা হয়েছে। আচ্ছা চলছি। ভীষণ দেরি হয়ে গেছে। মনে আছে তো? একদম গুড গার্ল হয়ে–

মা অন্যমঞ্চে এসে দাঁড়ায়।

মালতী, তুমি শুধু শুধু বসে আছো কেন? এইসময় রুটি টুটিগুলো করে নিলেই ত হয়।...রোজই তো দেখছো সন্ধ্যে হলেই লোডশেডিং।

মালতী যেমন বসে ছিল সেইভাবেই বসে থেকে, পোজ দিয়ে একটা গা মোচড় দিয়ে বলে, বিকেলের সময় কিচেনে ঢুকতে মন লাগে না। লোডশেডিঙের জ্বালায় টি.বি. দেখা তো ঘুচে গেছে। সাততাড়াতাড়ি রান্না সেরে কী সগগো লাভ হবে? দুটো মোমবাতি রেখে যান।

একগোছা মোমবাতি তো চায়ের বাসনের তাকে রাখাই রয়েছে। আর শোনো–দেখছো তো 'ইনভার্টারটা' কদিন খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। কারেন্ট চলে গেলে খুকুর ঘরে একটা কেরোসিন আলো জ্বেলে দিও।

BANGLADARSHAN.COM

সে অতো বলতে হবে না। আপনি আসবেন কখন?

তনিমা হঠাৎ ঈষৎ কঠিন সুরে মনিবানীর গলায় বলে, সে আমি তোমার বাক্যদত্ত হয়ে বলে যেতে পারছি না! দেরি হলে খুকুকে ঠিক সময় খাইয়ে দেবে।

খেলে তো! যা মেয়ে! শুনবে আমার কথা?

আচ্ছা ঠিক আছে। বাচ্চাকে একটু ভুলিয়ে ভালিয়ে বশ করতে হয় মালতী। যাক কেউ 'বেল্' বাজালেই হুট্ করে দরজা খুলে দেবে না, পাশের দিকের জানলা দিয়ে দেখে নেবে। আর দুম করে বলে বোসো না 'বাড়িতে কেউ নেই।' বলবে বৌদিদি একটুখানির জন্যে বেরিয়েছে, আর দাদাবাবু এক্ষুনি অফিস থেকে আসবে।

মালতী টাইট ফিট ব্লাউজ আর পেট বার করা স্টাইলে শাড়ি পরা শরীরটাকে আর একবার মোচড় খাইয়ে বলে, ও কথা তো আপনি রোজই পাখি পড়া করে বলে যাও বৌদিদি। আবার বলার কী আছে?

'বৌদিদির' মুখটা কালো হয়ে যায়। সেই কালচে স্বরেই বলে, তবু ভুলে যেতেও তো কসুর দেখি না। আচ্ছা, এসে দরজাটা ভালো করে লাগিয়ে দিয়ে যাও।

মালতী একটা হাই তুলে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আপনাদের বাড়ির এই এক ফ্যাচাং। দরজা লাগাও, দরজা খোলো। ফেলাটবাড়ির দরজা কেমন ঠেকিয়ে দিলেই বন্ধ হয়ে যায়। বাড়ির লোকেরা যে যখন ফেরে নিজে চাবি খুলে ঢুকে আসে। 'কাজের লোকেদের' কোনো ঝামেলা নাই।

হুঁ।

তনিমা রাগে গরগর করতে করতে বেরিয়া যায়। রাগ ওই দুর্বিনীত মেয়েটার ওপর, রাগ বরের ওপর। রাগ 'দেশের বাড়ি বাসিনী' শাশুড়ির ওপর! আশ্চর্য জেদি মহিলা। নিজে 'দেশের বাড়িটা দেখাশুনার অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে' বলে সেখানেই গিয়ে পড়ে আছেন, (অবিশ্যি 'গেছেন' সেটা তনিমার ওপর ভগবানের দয়া। সর্বদা মাথার ওপর জাঁতা! বাপস!) কলকাতার এই পচা বাড়িখানা বিক্রি করতেও দেবেন না। হলেও আজেবাজে প্যাটার্নের একতলা একটা বাড়ি, তবু রাস্তার ধারে–এতোখানি জমিসমেত বাড়ি কি আজকালকার দিনে সোজা দাম মিলবে?...তা নয় ছেলের কাছে কাঁদুনি 'তোর বাবার সাধ ছিল দোতলা তোলবার। বলেছিলেন, 'অলক যদি পারে।' সে যদি তুই নাও পারিস বাবা, আমি বেঁচে থাকতে বেচাবেচি করিসনে। আমি মরলে যা খুশি করিস।'...

...যেন উনি এক্ষুনি মরছেন! ইস্পাতের শরীর। তো মাতৃভক্ত পুত্তুরের তার ওপর আর একটি কথা নয়।...যুক্তির বালাইমাত্র নেই। আমি যদিবা ও বিষয়ে একটু কথা তুলেছি–মুখ চোখের ভাব এমন হয়ে উঠবে, যেন ওনার মাকে খুন করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে।...ওনার দিকে যুক্তি কী? না 'যদি কখনো মা অসুস্থ হয়ে পড়েন, কলকাতায় চলে আসতে চান? এ বাড়ির পাট উঠিয়ে দিয়ে ফ্ল্যাটবাড়িতে গিয়ে থাকলে, মা এসে উঠবেন কোথায়?' যেন ফ্ল্যাটের দরজায় তাঁর 'প্রবেশ নিষেধ' লট্‌কে রাখা হবে।...

আসলে সেকালের বুড়োবুড়িদের স্বভাবই হচ্ছে, একটা কোনো 'সেন্টিমেন্ট' খাড়া করে, পরবর্তীদের হাত পা বেঁধে রাখা। তা সে যে কোনো ব্যাপারেই হোক। এ স্রেফ্ মনস্তত্ত্বের একটি জটিল তত্ত্ব। যেটুকু ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারি, তাই প্রয়োগ করেই ওদের সুখের হন্তারক হই।

BANGLADARSHAN.COM

এই বাড়িটা বেচে দিলেই একটা সুন্দর ফ্ল্যাট আহরণ করা যায়। হয়তো 'উদ্বৃত্তও' কিছু থাকতে পারে, যা মূলধন করে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির স্বপ্ন দেখা যায়।

দূর! কিস্যু হবে না।

উঃ। যা দেরি হয়ে গেল।

অলকই হয়তো আগে এসে পড়বে। মাত্র দু'মিনিট আগে এলেও অনায়াসে বলবে 'একঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি।'

'মুক্তাঙ্গনে' একটা নতুন নাটক এসেছে, বড়দি খুব প্রশংসা করল সেদিন, সেই থেকেই দেখার ইচ্ছে।

কিন্তু তনিমার পক্ষে ইচ্ছেপূরণ কি সহজ?

বরকে জপানো, বাড়িতে ছল-চাতুরি। ওই যা একখানি মেয়ে হয়েছেন। মা কোথাও বেরোচ্ছে দেখলেই যেন হাপসে পড়েন মেয়ে। 'ডাক্তার দেখানো', 'মেজমাসির শরীর খারাপ দেখতে যাওয়া' এমনি যা হোক বানিয়ে তবে রেহাই। সিনেমা থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি শুনলে সাড়ে চার বছরের ধাড়ি মেয়ে হাঁ হাঁ করে কাঁদতে বসবে।

আর তার বাপটিও তেমনি।

বলা হবে টিভিতে তো রাতদিনই সিনেমা থিয়েটার নাচ গান সব কিছু দেখছো। হিন্দি বাংলা ইংরিজি। আবার ছুটে ছুটে দূরে যাওয়ার দরকার কী?

এই মানুষকে নিয়ে ঘর করা।

এ দিন আবার বলা হলো, কেন সেদিন তোমার বড়দি জামাইবাবুর সঙ্গে দেখে এলেই পারতে? রাতদিন তো ফোনে কথা চলে। কী রকম রাগটা হয়?...যখন মেজাজ দেখিয়ে বললাম, 'কেন? আমি কি একটা আলতু ফালতু বিধবা? যে সব সময়ে পরের নেজুড় হয়ে কোথাও যেতে হবে?' তখন তাড়াতাড়ি টিকিট কিনে আনলে।...তাই কি নিশ্চিন্ত সুখ বলে কিছু আছে? এই যে যাচ্ছি–বাড়ি ফিরে মেয়ের কাছে গপপো বানাতে হবে–'বাস খারাপ হয়ে কিম্বা হঠাৎ কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। নয়তো ডাক্তারের চেম্বারেই তিন ঘণ্টা বসে থাকতে হয়েছিল।' আর সঙ্গে সঙ্গে ওই পাজিটা বলতে আসবে–আপনি যখন যেখানে যাবে, মেয়েকে নিয়ে যেও বৌদিদি। ওকে 'মেনেজ' করা এই মালতী মন্ডলের কর্ম নয়।

'কর্ম নয়।' ইয়ার্কি? যেন শুধু এই আড়াইখানা লোকের রান্নাবান্না করার জন্যে তোকে মাসে মাসে আড়াইশো টাকা মাইনে, চার বেলা রামরাজত্ব করে খাওয়া, আর আরাম আয়েস, সাজসজ্জা, টিভি দেখা, ইত্যাদি দিয়ে রাখা। তার ওপর আবার জল ঘাঁটলে ওনার হাতে হাজা হয় বলে, বাসন মাজা কাপড় কাচার জন্যে আলাদা একটা লোক রাখা। অন্য অন্য বাড়িতে তো দেখি–একটা লোকই জুতো সেলাই চন্ডী পাঠ সবই করে।...অবিশ্যি হাজা ফাজা হলে বিশ্রী লাগে। সর্বদা খাবার জিনিসে হাত। তো কাজ কমানোয় একটু কৃতজ্ঞতা আছে?

মিনিবাসটা চট করে পেয়ে গিয়েছিল এই যা ভালো। তবু বাসে বসে তনিমা অবিরত আপন দুর্ভাগ্যে আর জ্বালার হিসেব কষে চলে। আর কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে।

ঠিক তাই। সন্ধ্যে হওয়া মাত্রই ফস করে বিদ্যুৎ বিদায় নিলো। সঙ্গে সঙ্গে বুতান তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠলো, এই মালতীমাসি, শিগগির আলো আনো।...আঃ! দেরি করছো কেন? মালতীমাসি–

BANGLADARSHAN.COM

মালতী একটা আধখানা ভুশোপড়া চিমনি পরানো জ্বলন্ত কেরোসিন ল্যাম্প সাবধানে হাতে ধরে এনে বললো, বাবাঃ বাবাঃ! উড়ে আসবো না কী? এই জন্যেই তো তোমার মাকে বলি, আপনার 'ইনভার্টার' আলো না থাকলে যেদিন সন্ধ্যের মুখে বেরিয়ে যাবে, একটা কেরোসিন বাতি জ্বালিয়ে রেখে যেও।...তো শুনিয়ে দেবে–'কেরোসিন বুঝি খুব শস্তা?' এ দিকে মেয়ে যে ছিঁচকাঁদুনী!

কী? আমায় ছিঁচকাঁদুনী বলা হচ্ছে? তোমার বুঝি ছোটবেলায় বাড়িতে কেউ না থাকলে আলো নিভে গেলে ভয় করতো না?

মালতী ল্যাম্পটাকে সাবধানে টেবিলের মাঝখানে বসিয়ে, পলতেটা উস্কে দিয়ে বলে, আমার? হেঃ। আমাদের আবার ঘরে কেউ নাই এমোন হতো নাকি? সর্বদাই তো ঘরে লোক গিসগিস!...মা বাপ পিসি ঠাকুদ্দা, আর আমরা পাঁচটা ভাইবোন। ছিল না শুধু ঠাকুমা।

পাঁচটা ভাইবোন!! য্যাঃ।

পাঁচটাই তো। দুটো ভাই, তিনটি বুন।

ওঃ। নিজের খুব মজা ছিলো কি না। তাই আমায় ছিঁচকাঁদুনী বলা হচ্ছে। মাকে বলে দেব।

দিবি তো দিবি। তো মা আমায় ফাঁসি দেবে না কী?

অ্যাই! তুমি আমায় 'তুই' বলছো যে? তুমি কাজের লোক না?

শোনো কথা। কাজের লোক তা কী? এইটুকু একটা পুচকে মেয়েকে 'আপনি আজ্ঞে' করতে হবে নাকি?

কেন? 'তুমি' বলতে পারো না? দেখো মাকে বলে দিলে, মা তোমায় ছাড়িয়ে দেবে।

মালতী নিজস্ব ভঙ্গিতে শরীর মোচড় দিয়ে বলে, ওমা! এইটুকু মেয়ে, যেন পাকা ঝিঁকুটি। ছাড়িয়ে দেবে তো দেবে। আমার যেন আর কাজ জুটবে না। ওই নতুন ফেলাটবাড়িগুলো থেকে তো হরদম ডাকে।

ঝটকা মেরে ঘরের বাইয়ে গিয়ে দাঁড়ায়।

সঙ্গে সঙ্গে বুতান চেঁচিয়ে ওঠে, আঃ। মালতীমাসি চলে যাবে না বলছি। এই আলোয় আমার বিচ্ছিরি লাগে।

তো আমি কী করবো? এখেনে বসে থাকলে আমার চলবে? কাজ নাই? তোমার মা তো এসে মাত্তরই প্যাঁচাল পাড়বে, এটা হয়নি কেনো? ওটা হয়নি কেনো?

চলে যায়।

আর পরক্ষণেই বুতান রান্নাঘরে চলে আসে।

মালতীমাসি, আমার জলতেষ্টা পেয়েছে।

মালতী ঝাঁজের সঙ্গে বলে, তা এখানে কী? তোমার ঘরে বোতলে ফোটানো জল নাই?

না। আমি এখানের জল খাবো। ফ্রীজের জল।

তা আর না। তারপর মা আসামাত্তরই বলবে, 'মা মালতীমাসি আমায় ফ্রীজের জল দিয়েছে।' তোমায় চিনি না আমি?

BANGLADARSHAN.COM

তা চিনলেই বা কী! বুতানের যে এখন এখানেই থাকা দরকার। একটা মানুষের সান্নিধ্যে। আর সে সান্নিধ্যটা বিলম্বিত করতে উপায় হচ্ছে কথা চালিয়ে যাওয়া।...সে কথার মধ্যে যে শুধু বুদ্ধির প্রকাশই থাকবে তা তো হয় না।...

তাই মালতীর আরো কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়ায় বুতান, আহা মা বুঝি বলে না, 'মালতী কী কী করেছে এতোক্ষণ? তোকে কী খেতে দিয়েছে সব বল?' আচ্ছা মাকে বলে দেব না—আমায় একটু ফ্রীজের জল দাও। মোটেও বলবো না।

মালতী চাকি বেলুন পেড়ে বসে মিচকে হেসে বলে, বলবে না। শুধু মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে খুক-খুক কাশবে, আর বলবে, ঠান্ডা জল খেয়েছি কি না তাই কাশি হয়েছে। হাড় বিচ্ছু ঘুঘু মেয়ে। জানি না আমি?

মালতীমাসি! বুতান সতেজে বলে, তুমি আমায় গালাগালি দিচ্ছো?

মালতী ঢোক গিলে বলে, শোনো কথা। গালাগালি আবার কী? ও তো ঠাট্টা!

ঠাট্টা! আহা।

বুতানের মুখে একটু দেবদুর্লভ হাসি ফুটে ওঠে, আমায় যেন বোকা পেয়েছে।...

আচ্ছা আচ্ছা। তুমি এখন বকবক থামাও তো। লেখাপড়া করোগে না!

লেখাপড়া! সেই একা ঘরে! ভুশোপড়া চিমনি ঢাকা আলোর নীচে? আধা ছায়া আধা আলোয়!

এখানেও মোমবাতির শিখার চারদিকে অন্ধকারের ছায়া। তবু এখানে একটা মানুষের উপস্থিতি।

মালতীমাসি! আমি রুটি বেলবো। দাও—

আঃ। খুকু! কাজের সময় দিক্ কোরো না। একে লোডশেডিং এর জ্বালায় মরছি। পড়া লেখা নাই? ভোর না হতেই ইস্কুলে ছুটতে হবে না?

কী? কাল ইস্কুলে যেতে হবে? কাল বুঝি রবিবার নয়? বোকা! বোকা! দাও বেলুনটা।

আঃ। খুকু! বলছি না কাজের সময় ব্যস্ত করো না বাবা! এই মেয়েখানিকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে রেখে বৌদিদির রোজ সন্ধেবেলা বেড়াতে যাওয়া!

কী?

বুতান আবার মর্যাদাবোধে সচেতন হয়। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের ভঙ্গিতে বলে, তুমি আবার আমার মার নামে নিন্দে দিচ্ছো! মা না থাকলেই তুমি মার নামে নিন্দে দাও। রোসো, বলে দিয়ে তোমায় কী মজা দেখাই। মা তোমায় কী করে দেখো।

দেখাস। কে কাকে মজা দেখায় দেখিস। কী করবে তোর মা আমার? মুন্ডু কেটে নেবে? এখন যাবি? কাজ করতে দিবি? ওই তো—এখান থেকে তো তোর ঘর দেখা যাচ্ছে। কেবল রান্নাঘরে ঘুরঘুর। আচ্ছা জ্বালা।

ওঃ। তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে!

গটগট করে চলে যায় বুতান। এতো অপমানের পর আর থাকা যায় না। চোখ ফেটে বেরিয়ে আসা জলটা ফ্রকের কোণ তুলে মুছতে মুছতে চলে যায়।

আলোর ধারে এসে দাঁড়ায়।

BANGLADARSHAN.COM

লেখাপড়ার প্রশ্ন ওঠে না, শুধু কান্না চাপা!

শেলেট-পেন্সিলটা নিয়েই বসে আবার। কিন্তু কিছু আঁকা আসে না কেন? আলোটা অমন কেঁপে কেঁপে উঠছে কেন? বাতাসে জানলার পর্দাগুলো দুলে দুলে দেয়ালে এমন ছায়া ফেলে কেন? কোথায় কী শব্দ হয় কেন...মা এখনো ডাক্তারখানায় বসে আছে কেন?...হঠাৎ রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়া গাড়ির শব্দগুলো এমন বিচ্ছিরি লাগে কেন? শব্দগুলো কি অন্ধকারে অন্যরকম হয়ে যায়?...সবচেয়ে স্বস্তির শব্দ শুধু রান্নাঘর থেকে আসা খুন্তির শব্দ। কড়ার ওপর চাটুর ওপর।

সেই স্বস্তির শব্দের কাছেই চলে যাওয়া ছাড়া উপায় কী?

মালতীমাসি! এখনো আলো আসছে না কেন?

সে কথা আলো কোম্পানিদেরই শুধোগে যাও। মুখপোড়াদের জ্বালায় একদিন টিবি দেখার জো নেই।

তোমার খালি টিভি আর টিভি। মা কখন আসবে?

সে কথা আমায় বলে গেছে? যখন থিয়েটার ভাঙবে তখন আসবে।

কী? থিয়েটার মানে?

মানে আবার কী! মা থিয়েটার দেখতে গেছে, জানিস না বুঝি?

কখনো না। মিথ্যুক। মা তো চোখ দেখাতে চশমার ডাক্তারবাবুর কাছে গেছে।

তোকে তাই বলে বুঝিয়ে গেছে বুঝি?...মালতীর মুখে একটা পৈশাচিক হাসি ফুটে ওঠে! এ বাড়ির কাজটা তো ছেড়েই দেবে ঠিক করেছে, তবে আবার তোয়াক্কা কিসের? তাই বলে, মা যদি ডাক্তারখানায় গেছে তো,

তোর বাপী এখনো আসছে না কেন? মা এখেন থেকে থিয়েটার গেছে, বাপী অপিস থেকে এসে সেখানে জুটবে। দেখিস একসঙ্গে ফিরবে।

তোমায় বলেছে?

বুতানের চোখে অগ্নিশিখা।

মালতীর প্রাণে সেই পৈশাচিক সুখস্বাদ, আমায় কারুর কিছু বলতে হয় না। দুজনায় ইংরিজি করে কথা বললেও বুঝতে পারি।

তুমি মিথ্যুক। তোমায় আমি মারবো।

মার। মার না যতো ইচ্ছে।

মালতীমাসি। আমার রুটি খিদে পেয়েছে। এতো দেরি হয়ে গেছে আমায় খেতে দিচ্ছো না কেন?

আপাতত এই রুটি পর্বে, রান্নাঘরে উপস্থিতির একটা সম্মানজনক কারণ থাকবে।

মালতী বলে, ও বাবা! এ যে ভূতের মুখে রামনাম। নিজেই তো মা না এলে খেতে চাও না। এসো তালে। দিচ্ছি।

থিয়েটার হল থেকে বেরিয়ে এসে তনিমা অলককে বলে, দেখলে তো? তোমায় বলিনি, বড়দি বলেছিল নাটকটা দারুণ!

অলক বলে, তা দেখলাম অবশ্য। তবে বাড়ি ফিরে কী নিদারুণ নাটক দেখতে হবে তাই ভাবছি। হয়তো দেখা যাবে তোমার মালতীতে আর বুতানেতে কোনও একটা উপলক্ষে খন্ডযুদ্ধ বেধে গেছে।

BANGLADARSHAN.COM

ভয় পাইয়ে দিও না বাপু। বেশ ছিলাম এতোক্ষণ। এই, একটা ট্যাক্সি দেখো না গো।

ট্যাক্সি! বাস পেয়ে যাব না?

এখন আর লোকের সঙ্গে গাদাগাদি করে বাসে চড়তে ইচ্ছে করছে না। ভয় নেই, তোমার পকেট ভাঙবো না। আজ আমিই তোমায় গাড়ি চড়াই।

দেখি ট্যাক্সি পেলে! এ সময়–

ওই তো। আগে থেকেই 'নেতিবাচক উক্তি।' সত্যি এতো ইয়ে তুমি। জামাইবাবুকে দেখেছ? এখনো এ বয়েসে সব বিষয়ে কী এনার্জি।

পকেটে এনার্জির রসদ থাকলে সবাই এনার্জিদার হতে পারে।

সেটা মজুত রাখতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় মশাই! শুধু অফিসটি আর বাড়িটি ছাড়া আর কিছু তো জানলে না–ওই ওই তো, এই ট্যাক্সি।

গুছিয়ে বসে তনিমা বলে, জানো, তোমার কন্যে তোমায় খুব হ্যানস্থা করছিল!

অলক বললো, খুবই স্বাভাবিক। শিশু অনুকরণপ্রিয়।

আহা। ইস। তুমি এমন একখানা!

এখন সদ্য একটি ভালো নাটক দেখে আসার আবেশে দুজনে কাছাকাছি বসে নিভৃত কথোপকথন করতে করতে পথচলার সুখস্বাদ, তাই মেজাজের পারা নীচের দিকে।

বলছিলো কী জানো? ওর ক্লাশের সব মেয়ের বাপীর গাড়ি আছে, শুধু ওর বাপীটারই গাড়ি কিনতে ইচ্ছে হয় না।

অলক মৃদু হেসে বলে, শুধু এই? এরপর আরো কত বলবে।

আহা বাচ্চা তো। অন্যের দেখে সাধ হয়।

সেটা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই হয়।

তনিমা অলকের গায়ের ওপর একটু এলিয়ে পড়ে বলে, বাদে তুমি! তবে সত্যি বাপু গাড়ি একখানা থাকা মানে হাতে স্বর্গের টিকিট থাকা। এই তো দেখো না, গাড়ি থাকলে অনায়াসেই বুতানটাকে নিয়ে আসা যেতো। একা রেখে আসতে হতো না।

এই নাটক দেখতে? বুতানকে?

আহা নাটকের ও কী বুঝতো? মা বাপীর সঙ্গে এলাম, সেটাই আমোদ। আর সত্যি বলতে মালতীর কাছে একা রেখে আসা! ওটি যে 'কী' তোমায় বলে বোঝানো যাবে না। বুতানের সঙ্গে যা রেষারেষি আর চোটপাট করে! এক একদিন তো যা শুনি বুতানের কাছে রাগে মাথা জ্বলে যায়। অথচ বেশি বকাবকির উপায় নেই। তক্ষুনি ঠিকরে উঠে বলবে, 'না পোষায় ছেড়ে দিন।' তখন মনের রাগ মনে চেপে আবার দেঁতো হাসি হেসে তোয়াজ করতে হয়। তোর মেজাজ এমন মিলিটারি কেনরে? গত জন্মে লড়ুয়ে ছিলি বোধহয়। এই সব বলে। উপায় কী। সহজে লোক মিলবে? তাছাড়া একটা গুণ, চোর ছ্যাঁচোড় নয়। এই যা।

BANGLADARSHAN.COM

সেটাও কম নয়, বলে অলক মালতী প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে বলে, ভাবছি সামনের শনিবারে একবার শ্যামনগরে চলে গেলে হয়।

হ্যাঁ আজকাল এই ভাষাতেই ইচ্ছে ব্যক্ত করে অলক। আগে আগে তো বলতো, সামনের শনিবারে মার কাছে যাবো ভাবছি। একদিন বড়শালীর সামনে বড় অপদস্থ হতে হয়েছিল। শালী বলেছিলেন, তোরা কী কুনো বাবা। সাতজন্মে একবার বেড়াতে আসতে পারিস না। বুঝলাম দুজনেই অফিসের বাবু। তবু রবিবারগুলো কী করিস? শুধু ঘুমিয়ে কাটাস?

সঙ্গে সঙ্গে তনিমা বলে উঠেছিল, আর বলিস না বড়দি, শনিবার এলো কী, এই দুগ্ধপোষ্য শিশুটি 'মার কাছে যাবে–' বলে হেদিয়ে পড়বেন। বাস! রবিবারটি খতম।

তদবধিই, ভাষাটার বদল হয়ে গেছে।

'শ্যামনগরে ঘুরে এলে হয়।'

তনিমা চকিত হয়ে বললো, কেন? কোনো ইয়ে–অসুখটসুখের খবর পেয়েছ নাকি?

খবর আর কোথা থেকে পাবো? চিঠিপত্র তো–খবর পাইনি বলেই–

কেন তোমার সেই শ্যামনগরের ডেলিপ্যাসেঞ্জার পরেশবাবু?

তিনি তো ছমাস হলো রিটায়ার করেছেন।

ও। তাই বুঝি।

তনিমা একটু চুপ করে থেকে বলে ওঠে, আমারও তো একবার যেতে ইচ্ছে করে। বুতানটাও তো একদিন তার ঠামাকে দেখেনি।

অলক একটু চমকায়। এ আবার কী ভূতের মুখে রামনাম? নাকি একটু সৌজন্যের স্টান্ট? নাকি অন্য কিছু? তবু আস্তে আস্তে আলগা ভাবে বলে, গেলে মা দারুণ খুশী হবেন।

তা তনিমার মধ্যে একটু অন্য কিছু আছে বৈকি। তার বিশ্বাস নিজে একবার গিয়ে পড়ে, নিজেদের বহুবিধ অসুবিধের কথা ফেঁদে আর যুক্তির জাল ফেলে, সেই অবুঝ জেদি মহিলাটিকে কব্জা করে নিয়ে বাড়িটা বিক্রি করানোয় রাজি করে ফেলতে পারা। ওই উনি একটি সই না ঝাড়লে তো অলকের কিছু করার নেই। তাই তনিমার এই সাধু সংকল্প!

তবে তখনি কী ভেবে বলে উঠলো, আচ্ছা–রবিবার সকালে গিয়ে সন্ধ্যের মধ্যে ফিরে আসা যায়, এমন কোনো গাড়ি নেই? বাসেও তো যাওয়া যায় তাই না?

অলক ঈষৎ গম্ভীর হয়ে, সকালে গিয়ে সন্ধ্যেয় ফেরা? সে যাওয়ার মানে কী? মার তো জানাও থাকবে না। আমাদের খাওয়া দাওয়া নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। কথা বলার সময়ই থাকবে না। আমি একা যাই, তাতেও ব্যস্ত হয়ে যান। যা কিছু কথা ওই শনিবার রাতটুকুই।

এতো ব্যস্ত হবার কী আছে? আমরা তো আর কুটুম নই।

অলকের মুখে আসছিল, 'আপাতত' তো তাই। সেটা সামলে নিল। যত নিরাপদে থাকা যায়। বললো, সেকথা কে বোঝাবে?

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু রাতে থাকাও তো একটা মস্ত প্রবলেম। এখানে তাহলে মালতীকে একা বাড়িতে রেখে যেতে হয়।

অলক মানলো। বললো, তা বটে। ভয় পেতে পারে।

ভয়?

তনিমা ব্যঙ্গে তীব্র হয়, ওই মেয়ের ভয়? ভয় পাবার মেয়েই বটে। জাঁহাবাজের রাজা একখানি।

তবে আর কী? তুমি তো বলো, খুব বিশ্বাসী।

তা ঠিক। আস্পদ্দাবাজরা বড় চোর ছ্যাঁচোড় হয় না। তনিমা গলার স্বর খাদে নামায়, অন্য অবিশ্বাস আছে। সুযোগ পেয়ে একা বাড়িতে ভাব ভালবাসার লোক এনে ঢোকাবে না, তার গ্যারান্টি কী?

আঃ। কী যে বলো।

আহা গো! যেন এই মাত্তর পৃথিবীতে পড়লে। হয় না এমন?

অলক গম্ভীর হয়ে বলে, কিন্তু হঠাৎ একঘণ্টার নোটিশে ভালোবাসার লোক জোটানো একটু বেশি কল্পনা নয়?

তনিমা ঝুনো গলায় বলে, ওহে মশাই, যা ভাবো তা নয়। আছে 'একটি।' খুকুকে বলে রাখি তো আমরা যখন বাড়ি থাকি না, তখন মালতীমাসি কী করে কোথাও বেরিয়ে যায় কিনা, ওর কাছে কেউ এসে কথা বলে কিনা নজর রাখিস।...তো মেয়েটি তোমার কম ওস্তাদ নয়। ওই তো চুপি চুপি বলেছে, এক একদিন মালতীমাসি জানলা দিয়ে একটা বিচ্ছিরি মতন লোকের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলে।

অলক তিক্ত গলায় বলে, তার মানে বুতানকে একটা স্পাই করে তোলা হচ্ছে।

ওঃ। ভারী নীতিবাগীশ এলেন!...কিছুক্ষণ আগের সেই সুখস্বাদ আর থাকল না, তনিমা যথা স্বভাব উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তুমি আমি দুজনেই তো বেলা নটার মধ্যে বেরিয়ে যাই, খুকুটা সাড়ে দশটার সময় এসে যায় তাই। ওকে নজর রাখতে বলবো না তো কাকে বলবো? চোর বদমাস কার সঙ্গে কী পরামর্শ করবে ঠিক কী? পেয়ারের লোক হলে তো আরো বিপদ। তোমায় তো আর কোনো জ্বালা পোহাতে হয় না। মহাপুরুষ হওয়া শক্ত কী? আমার যা জ্বালা। কাঁটাতারের ওপর দিয়ে হাঁটা। দেখেছ কী উদ্ধত ভঙ্গি! আমার সঙ্গে কথা কয়, কী তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে! জেরাও করিনি কিছুই নয় 'কে এসেছিল রে?' জিগ্যেস করতেই কী ঝঙ্কার। বলে কিনা, 'গরিব বলে কী আমাদের একটা মামা কাকা থাকতে নাই? তাও তো আপনার 'সন্দ' বাতিকের তরে জানলা থেকে কথা বলেই বিদেয় দিই। বাড়ির মধ্যে ঢোকাই না। ও বাড়িতে থাকতে মাসিমা নিজে ডেকে, বসতে বলেছে, চা জলখাবার দিতে বলেছে। মাসিমা বলেছে, 'আহা! কাকা বলে কথা।' আপনার বাড়ির মতন এমন ওঁচা বাড়ি আর দেখি নাই!' বোঝো? এও আমায় সয়ে যেতে হয়েছে। তক্ষুনি ইচ্ছে হলো দূর করে দিই। কিন্তু কী করবো? ওকে ছাড়ালে, নিজেও চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকতে হয়। তাই ওই একখানি সর্বদা ফণা উচনো কেউটেকেই পরম পুজ্যি করে থাকতে হয়।

অলক কি চেঁচিয়ে উঠে বলবে, 'অথচ সত্যিকার পূজনীয়' কে 'পূজ্যি' করে চলতে তোমার মানে বাধে! অথচ যাতে সব সমস্যার সমাধান আছে। নাকি চেঁচিয়ে উঠবে। তবু ওই কালকেউটের হাতেই জীবনের যথাসর্বস্ব সর্বস্বের সারকে ছেড়ে রেখে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে সারাদিন বাড়ির বাইরে থাকা হয়? ওই একটা অজ্ঞাতকুলশীল কোথাকার কোন গ্রামের চাষীবাসী ঘরের মেয়ে, পরিচয়ের মধ্যে পাশের বাড়ির কাজের লোকের দেশের মেয়ে। শুধু এই! তবু তার হাতেই–

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু চেঁচিয়ে উঠলেই তো হয় না? জবাবটা মাথায় রাখতে হবে না? তক্ষুনি শুনতে হবে না, এমন ঘটনা বুঝি অলক জীবনে এই প্রথম দেখছে? আর কারো সংসারে দেখোনি এমন? একটা ফ্রকপরা খুকীর হাতে সমগ্র সংসার আর বাচ্চার ভার ফেলে রেখে দুজনে সারাদিন বাইরে থাকছে দেখনি?

অতএব চেঁচিয়ে ওঠা হয় না।

এযুগে পুরুষের কণ্ঠস্বর জোর হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে।

নীরবতাই নিশ্চিন্ততা।

গাড়ি বাড়ির মোড়ের কাছে এসে গেছে।

তনিমা বলে উঠল, এই শোনো, তুমি এইখানটায় নেমে পড়ে রাস্তায় দুমিনিট দাঁড়িয়ে থাকো, আমি আগে বাড়ি ঢুকবো। তুমি তারপর–

অলক অবাক হয়ে তাকালো।

তনিমা ড্রাইভারের কান বাঁচিয়ে বললো, তোমায় বলা হয়নি বুতানকে বলে এসেছি, ডাক্তারের কাছে চোখ দেখাতে যাচ্ছি। দুজনে একসঙ্গে ফিরলে সন্দেহ করবে।

অলক স্তব্ধ হয়ে গিয়ে, পাথরের গলায় বলে, এতোক্ষণ ডাক্তারের কাছে।

ওঃ সে যা হোক একটা বানিয়ে ফেলা যাবে। তোমার ওই মেয়েটির জন্যে গল্প বানাতে বানাতে গল্প লিখিয়ে হয়ে যাচ্ছি। কীভাবে যে সবদিক বজায় রেখে ম্যানেজ করে চলতে হয়, আমিই জানি।

অলক আরো স্থির গলায় বলে, আর আমি? আমি তাহলে এতোক্ষণ কোথায় ছিলাম?

এবার ঝঙ্কারের পালা।

আহা তোমার আবার নতুন কী? অফিসের কাজে ফিরতে রাত দুপুর হয় না কোনো কোনো দিন? এই যে ভাই, গাড়িটা একটু থামিয়ে–ইনি এখানে নেমে যাবেন! আমি আর একটুখানি–

অলক নিঃশব্দে নেমে পড়ে।

এখানেই কি চেঁচিয়ে ওঠা সম্ভব? সম্ভবের মধ্যে শুধু একটা সিগারেট ধরিয়ে রাস্তায় পায়চারি করা।

আর ভাবা–

মাকড়সা নিজেকে ঘিরে ঘিরে জাল রচনা করে বোধহয় আপন শিল্পনৈপূণ্যে মুগ্ধ হয়।

হঠাৎ খেয়াল হলো, গোটা তিনেক সিগারেট ধ্বংস হয়ে গেছে। বুতানটা ঘুমিয়ে পড়লো না তো? এখন দ্রুতপায়ে এগিয়ে এলো। দরজার ওপর দেহটাকে প্রায় সমর্পণ করে ডোরবেলটা বাজালো। শব্দটা কি বড় বেশি জোরে হলো?

দরজা খুলে দিতে এলো মালতী নয়, তনিমা।

ওই ঘণ্টিটার মতই ঝনঝনে গলায় বলে উঠলো, উঃ! এতোক্ষণে আসা হলো! আচ্ছা এতোক্ষণ কে তোমার জন্যে অফিসের দরজা খুলে রাখে বলো তো? আশ্চর্য!

BANGLADARSHAN.COM

আর সঙ্গে সঙ্গে বুতানের আরো তীক্ষ্ণ স্বর তীব্র হয়ে আছড়ে পড়লো, মালতীমাসি! এই মালতীমাসি! এই তো বাপী এতোক্ষণে আপিস থেকে এলো। বলা হচ্ছিলো কিনা–'মা ডাক্তারখানায় গেছে না কচু। মা তো থিয়েটার দেখতে গেছে। তোর বাপী আপিস থেকে সেখানে আসবে। দুজনে থিয়েটার দেখবে।' মিথ্যুক! মিথ্যুকের রাজা! তোমার আমি গুম গুম করে কিল মারবো! তোমার মুন্ডু ভেঙ্গে দেবো! তোমার চুল কেটে নেবো। তোমার চোখে লঙ্কা দিয়ে দেবো। তোমায় তোমায় তোমায় মেরে ফেলবো।

একটা ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ শিশুচিত্তের অসহায়তার যন্ত্রণা আর দুর্বল মুহূর্তে বিরোধী পক্ষের কাছেই শরণ নিতে বাধ্য হওয়ার গ্লানি, এই একটা উপলক্ষ পেয়ে ফেটে পড়ে।

আর অন্য একটা চিত্ত, সবদিক বজায় রেখে ম্যানেজ করে ফেলার কৃতিত্বে পুলকিত হয়ে বলে ওঠে, আঃ বুতান। কী পাগলামি হচ্ছে? মালতীমাসি তোমায় ক্ষেপাচ্ছিল বুঝতে পারোনি? একের নম্বরের বোকাটা!

॥সমাপ্ত॥